উদ্দেশ্য, আন্তরিকতা এবং সত্যবাদিতা

Shaykh Pod BOOKS

Shaykh Pod BANGLA

إن التحلي بالصفات الإيجابية
يؤدي إلى راحة البال

উদ্দেশ্য, আন্তরিকতা এবং সত্যবাদিতা

শায়খপড বই

ShaykhPod Books, 2024 দ্বারা প্রকাশিত

উদ্দেশ্য, আন্তরিকতা এবং সত্যবাদিতা

দ্বিতীয় সংস্করণ। 22 মার্চ, 2024।

ShaykhPod বই দ্বারা লিখিত.

সুচিপত্র

স্বীকৃতি

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের পালনকর্তা, যিনি আমাদের এই ভলিউমটি সম্পূর্ণ করার অনুপ্রেরণা, সুযোগ এবং শক্তি দিয়েছেন। বরকত ও সালাম বর্ষিত হোক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর উপর যার পথ মানবজাতির মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ মনোনীত করেছেন।

আমরা সমগ্র ShaykhPod পরিবারের প্রতি আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই, বিশেষ করে আমাদের ছোট তারকা, ইউসুফ, যার অব্যাহত সমর্থন এবং পরামর্শ ShaykhPod Books এর বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছে।

আমরা প্রার্থনা করি যে, মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন এবং এই বইয়ের প্রতিটি অক্ষর তাঁর দরবারে কবুল করেন এবং শেষ দিনে আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেন।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি মহান, বিশ্বজগতের প্রতিপালক এবং অশেষ রহমত ও শান্তি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর বরকতময় পরিবার ও সাহাবীগণের উপর, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন।

কম্পাইলারের নোট

আমরা এই ভলিউমটিতে সুবিচার করার জন্য নিরলসভাবে চেষ্টা করেছি তবে যদি কোনও শর্ট ফল পাওয়া যায় তবে তার জন্য কম্পাইলার ব্যক্তিগতভাবে এবং এককভাবে দায়ী।

আমরা এমন একটি কঠিন কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টায় ত্রুটি এবং ত্রুটির সম্ভাবনা গ্রহণ করি। আমরা হয়তো অজ্ঞাতসারে হোঁচট খেয়েছি এবং ভুল করেছি যার জন্য আমরা আমাদের পাঠকদের প্রশ্রয় ও ক্ষমা চাই এবং আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাকে প্রশংসা করা হবে। আমরা আন্তরিকভাবে গঠনমূলক পরামর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যা ShaykhPod.Books@gmail.com এ করা যেতে পারে ।

ভূমিকা

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বইটি মহৎ চরিত্রের তিনটি দিক নিয়ে আলোচনা করে: উদ্দেশ্য, আন্তরিকতা এবং সত্যবাদিতা।

আলোচিত পাঠগুলো বাস্তবায়ন করা একজন মুসলমানকে মহৎ চরিত্র অর্জনে সাহায্য করবে। জামে আত তিরমিযী, 2003 নম্বরে প্রাপ্ত হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পরামর্শ দিয়েছেন যে বিচার দিবসের দাঁড়িপাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিসটি হবে মহৎ চরিত্র। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুণাবলীর মধ্যে একটি, যা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের 4 নং আয়াত আল কালামে প্রশংসা করেছেন:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

তাই মহৎ চরিত্র অর্জনের জন্য পবিত্র কুরআনের শিক্ষা ও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য অর্জন ও আমল করা সকল মুসলমানের কর্তব্য।

উদ্দেশ্য, আন্তরিকতা এবং সত্যবাদিতা

নিয়ত ও আন্তরিকতা- ১

সহীহ মুসলিম নম্বর 196-এ পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে ইসলাম হল আন্তরিকতার প্রতি: আল্লাহ, মহান, তাঁর গ্রন্থ, অর্থ, পবিত্র কুরআন, পবিত্র নবী মুহাম্মদের প্রতি, শান্তি। এবং তার উপর, সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং সাধারণ জনগণের প্রতি আশীর্বাদ বর্ষিত হোক।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আদেশ ও নিষেধের আকারে তাঁর দেওয়া সমস্ত দায়িত্ব পালন করা। সহীহ বুখারীতে প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে, 1 নম্বর, তাদের নিয়ত দ্বারা বিচার করা হবে। সুতরাং কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক না হয়, সৎকাজ করার সময় তারা দুনিয়া ও আখিরাতে কোন পুরস্কার পাবে না। প্রকৃতপক্ষে, জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, যারা অসৎ কাজ করেছে তাদের কেয়ামতের দিন বলা হবে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাইবে, যা সম্ভব হবে না। অধ্যায় 98 আল বাইয়্যিনাহ, আয়াত 5।

"এবং তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা ছাড়া আর কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি... ।"

কেউ যদি মহান আল্লাহর প্রতি দায়িত্ব পালনে শিথিলতা পোষণ করে তাহলে তা আন্তরিকতার অভাব প্রমাণ করে। অতএব, তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং সেগুলি পূরণ করার জন্য সংগ্রাম করা উচিত। এটা মনে রাখা জরুরী যে, মহান আল্লাহ কখনই কাউকে এমন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেন না যা সে পালন করতে পারে না বা পরিচালনা করতে পারে না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 286।

"আল্লাহ কোন আত্মাকে তার সামর্থ্য ব্যতীত ভার দেন না... ।"

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হওয়ার অর্থ হল, নিজের এবং অন্যের সন্তুষ্টির চেয়ে সর্বদা তাঁর সন্তুষ্টিকে বেছে নেওয়া উচিত। একজন মুসলমানের উচিত সর্বদা সেসব কাজকে প্রাধান্য দেওয়া যা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, অন্য সব কিছুর চেয়ে। অন্যদেরকে ভালবাসতে হবে এবং তাদের পাপগুলোকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অপছন্দ করতে হবে, নিজের প্রবৃত্তির জন্য নয়। যখন তারা অন্যদের সাহায্য করে বা পাপে অংশ নিতে অস্বীকার করে তখন তা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হওয়া উচিত। যে এই মানসিকতা অবলম্বন করেছে সে তাদের ঈমানকে পূর্ণতা দিয়েছে। এটি সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হল এই বিশ্বাস করা যে তাঁর আদেশ এবং পছন্দগুলি জড়িত লোকদের জন্য সর্বোত্তম, এমনকি যদি তাঁর আদেশের পিছনের প্রজ্ঞাগুলি মানুষের কাছে স্পষ্ট না হয়। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 216:

"...কিন্তু সম্ভবত আপনি একটি জিনিস ঘৃণা করেন এবং এটি আপনার জন্য ভাল; এবং সম্ভবত আপনি একটি জিনিস পছন্দ করেন এবং এটি আপনার জন্য খারাপ। আর আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জান না।"

শুধুমাত্র নিজের আকাঙ্ক্ষার সাথে খাপ খায় এমন হুকুম নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া এবং নিজের ইচ্ছার পরিপন্থী আদেশে বিরক্ত হওয়া মহান আল্লাহর প্রতি স্পষ্ট অকৃতজ্ঞতা। যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্য বজায় রাখে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থেকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ধৈর্য্যের সাথে নিয়তের মোকাবিলা করে, প্রতিটি অবস্থা ও অবস্থার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর প্রতি অনুগত হন। সত্যিই আন্তরিক এক.

পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই আন্তরিকতা প্রমাণিত হয় যখন কেউ পবিত্র কুরআনের তিনটি দিক পূরণ করে। প্রথমটি হল সঠিকভাবে এবং নিয়মিত তেলাওয়াত করা। দ্বিতীয়টি হল এর শিক্ষাগুলো নির্ভরযোগ্য উৎস ও শিক্ষকের মাধ্যমে বোঝা। চূড়ান্ত দিকটি হল পবিত্র কুরআনের শিক্ষার উপর মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে কাজ করা। নিষ্ঠাবান মুসলমান পবিত্র কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তাদের আকাঙ্ক্ষার উপর কাজ করার চেয়ে এর শিক্ষার উপর আমল করাকে অগ্রাধিকার দেয়। পবিত্র কুরআনের উপর নিজের চরিত্রের মডেল করা মহান আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রকৃত আন্তরিকতার নিদর্শন। এটি মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য, যা সুনানে আবু দাউদ, 1342 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হল আন্তরিক অভিপ্রায়ে এর কাছে যাওয়া। পবিত্র কুরআন দ্বারা কারো ইচ্ছা বিরোধিতা করা নির্বিশেষে এর সমস্ত কিছু বোঝা এবং তার উপর কাজ করা । যে ব্যক্তি উল্লসিতভাবে বেছে নেয় কোন আদেশ, নিষেধ এবং উপদেশ অনুসরণ করবে এবং তাদের ইচ্ছার

উপর ভিত্তি করে উপেক্ষা করবে সে এর প্রতি অকৃত্রিমতা অবলম্বন করেছে এবং তাই তারা সত্যই এর নির্দেশনা থেকে উপকৃত হবে না। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া বৃদ্ধি করে না।"

পরিশেষে, এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র কুরআন পার্থিব সমস্যার নিরাময় হলেও একজন মুসলমানের শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা উচিত নয়। অর্থ, তাদের কেবল তাদের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্যই তা তিলাওয়াত করা উচিত নয়, পবিত্র কুরআনকে এমন একটি হাতিয়ারের মতো আচরণ করা উচিত যা অসুবিধার সময় সরিয়ে ফেলা হয় এবং তারপরে একটি টুলবক্সে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের প্রধান কাজ হল একজনকে নিরাপদে পরকালের দিকে পরিচালিত করা। এই মূল কাজটিকে অবহেলা করা এবং এটিকে শুধুমাত্র নিজের পার্থিব সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহার করা সঠিক নয় কারণ এটি একজন প্রকৃত মুসলমানের আচরণের সাথে সাংঘর্ষিক। এটি এমন একজনের মতো যিনি এখনও অনেকগুলি আনুষাঙ্গিক সহ একটি গাড়ি কিনেছেন, এতে কোনও ইঞ্জিন নেই। এইভাবে আচরণ করা এর প্রতি অকৃত্রিমতা দেখানো।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বিষয় হল মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে তার ঐতিহ্যের উপর কাজ করার জন্য জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করা। এই রেওয়ায়েতগুলির মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান, উপাসনার আকারে সম্পর্কিত এবং সৃষ্টির প্রতি তাঁর আশীর্বাদপূর্ণ মহৎ চরিত্র। অধ্যায় 68 আল কালাম, আয়াত 4:

"এবং প্রকৃতপক্ষে, আপনি একটি মহান নৈতিক চরিত্রের।"

সর্বদা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তায়ালা এটাকে ফরয করেছেন। অধ্যায় 59 আল হাশর, আয়াত 7:

"...আর রসূল তোমাকে যা দিয়েছেন - তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন - তা থেকে বিরত থাক..."

আন্তরিকতার মধ্যে রয়েছে অন্য কারো কাজের চেয়ে তার ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দেওয়া কারণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর পথ ব্যতীত মহান আল্লাহর কাছে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ রয়েছে। অধ্যায় 3 আলে ইমরান, আয়াত 31:

"বলুন, [নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম], "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো, [তাহলে] আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন..."

একজনকে অবশ্যই তাদের সকলকে ভালবাসতে হবে যারা তার জীবনকালে এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে সমর্থন করেছিল, তারা তার পরিবার থেকে হোক বা তার সঙ্গী হোক, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হন। যারা তাঁর পথে

হাঁটছেন এবং তাঁর ঐতিহ্যের শিক্ষা দিয়েছেন তাদের সমর্থন করা তাদের জন্য কর্তব্য যারা তাঁর প্রতি আন্তরিক হতে চান। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত যারা তাকে ভালবাসে তাদের ভালবাসা এবং যারা তার সমালোচনা করে তাদের অপছন্দ করা , নির্বিশেষে এই লোকেদের সাথে কারও সম্পর্ক। সহীহ বুখারি, 16 নম্বরে পাওয়া একটি একক হাদিসে এই সমস্তটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এটি উপদেশ দেয় যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না যতক্ষণ না সে মহান আল্লাহকে এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্রের চেয়ে বেশি ভালবাসে। সৃষ্টি শুধু কথায় নয় কাজের মাধ্যমে এই ভালোবাসা দেখাতে হবে। তাকে শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং কার্যত অনুসরণ করা তার প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক। কিন্তু তাঁর বরকতময় জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ছাড়া এটা করা সম্ভব নয়। কীভাবে একজন ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং অনুসরণ করতে পারে যাকে তারা জানে না? যে ব্যক্তি তাকে ভালবাসা ও সম্মান করার দাবি করে কিন্তু কার্যত তাকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয় সে তাদের দাবীতে নির্দোষ।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লিখিত পরবর্তী বিষয় হল সম্প্রদায়ের নেতাদের প্রতি আন্তরিক হওয়া এবং ধর্মীয় নেতা ও শিক্ষকদের প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করা। এর মধ্যে রয়েছে তাদের সর্বোত্তম পরামর্শ দেওয়া এবং আর্থিক বা শারীরিক সাহায্যের মতো প্রয়োজনীয় যেকোনো উপায়ে তাদের ভালো সিদ্ধান্তে তাদের সমর্থন করা। ইমাম মালিকের মুওয়াত্তা, বই নম্বর 56, হাদিস নম্বর 20-এ পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, এই দায়িত্ব পালন করা মহান আল্লাহকে খুশি করেন। অধ্যায় 4 আন নিসা, আয়াত 59:

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বে আছে..."

এটা স্পষ্ট করে যে সমাজের নেতাদের আনুগত্য করা কর্তব্য। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরী, এই আনুগত্য একটি কর্তব্য যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ মহান আল্লাহকে অমান্য না করে। সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতার দিকে নিয়ে গেলে সৃষ্টির আনুগত্য নেই। এই ধরনের ক্ষেত্রে, নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এড়ানো উচিত কারণ এটি শুধুমাত্র নিরপরাধ মানুষের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে। পরিবর্তে, নেতৃবৃন্দ ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী ভাল এবং মন্দ নিষেধ করা উচিত. অন্যদেরকে সেই অনুযায়ী কাজ করার পরামর্শ দেওয়া উচিত এবং সর্বদা নেতাদের সঠিক পথে থাকার জন্য প্রার্থনা করা উচিত। নেতারা সোজা থাকলে সাধারণ মানুষও সোজা থাকবে।

নেতাদের প্রতি প্রতারণা করা ভন্ডামীর লক্ষণ, যা সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে। আন্তরিকতার অন্তর্ভুক্ত এমন বিষয়গুলিতে তাদের আনুগত্য করার চেষ্টা করা যা সমাজকে কল্যাণে একত্রিত করে এবং সমাজে বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক করে। ইসলামে নেতাদের প্রতি কোন অন্ধ আনুগত্য নেই, শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের আনুগত্য।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে চূড়ান্ত যে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে তা হল সাধারণ জনগণের প্রতি আন্তরিকতা। এর মধ্যে রয়েছে সর্বদা তাদের জন্য সর্বোত্তম কামনা করা এবং একজনের কথা এবং কাজের মাধ্যমে এটি দেখানো। এতে অন্যদেরকে ভালো কাজ করার উপদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, অন্যদের প্রতি সর্বদা করুণাময় ও সদয় হওয়া অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমের 170 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস দ্বারা এর সংক্ষিপ্তসার করা যেতে পারে। এটি সতর্ক করে যে একজন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের বিশ্বাসী হতে পারে না যতক্ষণ না তারা নিজের জন্য যা চায় তা অন্যদের জন্য ভালবাসে।

মানুষের প্রতি আন্তরিক হওয়া এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, সহীহ বুখারির ৫৭ নম্বর হাদিস অনুসারে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ফরজ সালাত কায়েম করা এবং ফরজ সদকা দান করার পর এই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। শুধুমাত্র এই হাদিস থেকেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় কারণ এতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ দায়িত্ব রাখা হয়েছে।

এটি মানুষের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ যে কেউ যখন খুশি হয় তখন খুশি হয় এবং যখনই তারা দুঃখিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনোভাব ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। আন্তরিকতার একটি উচ্চ স্তরের মধ্যে রয়েছে অন্যের জীবনকে আরও ভাল করার জন্য চরম সীমাতে যাওয়া, এমনকি যদি এটি নিজেকে অসুবিধায় ফেলে। উদাহরণস্বরূপ, অভাবগ্রস্তদের সম্পদ দান করার জন্য কেউ কিছু জিনিস ক্রয় ত্যাগ করতে পারে। মানুষকে সর্বদা ভালোর দিকে একত্রিত করার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রচেষ্টা অন্যের প্রতি আন্তরিকতার একটি অংশ। অন্যদিকে, অন্যদের বিভক্ত করা শয়তানের বৈশিষ্ট্য। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 53:

"...শয়তান অবশ্যই তাদের মধ্যে বিভেদ বপন করতে চায়..."

মানুষকে একত্রিত করার একটি উপায় হল অন্যের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখা এবং গোপনে তাদের পাপের বিরুদ্ধে উপদেশ দেওয়া। যারা এইভাবে কাজ করে তাদের গুনাহগুলো মহান আল্লাহ তায়ালা আবৃত করে দেন। জামে আত তিরমিযী, 1426 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যখনই সম্ভব একজনকে দ্বীনের দিক এবং দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি অন্যদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং শেখানো উচিত যাতে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় জীবনই উন্নত হয়। অন্যদের প্রতি একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যে তারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সমর্থন করে, উদাহরণস্বরূপ, অন্যের অপবাদ

থেকে। অন্যদের থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং শুধুমাত্র নিজের সম্পর্কে চিন্তা করা একজন মুসলিমের মনোভাব নয়। আসলে, বেশিরভাগ প্রাণীই এভাবেই আচরণ করে। এমনকি যদি কেউ পুরো সমাজকে পরিবর্তন করতে না পারে তবে তারা তাদের জীবনে তাদের আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুদের মতো তাদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক হতে পারে। সহজ কথায়, একজনকে অন্যদের সাথে এমন আচরণ করতে হবে যেভাবে তারা চায় মানুষ তাদের সাথে আচরণ করুক। অধ্যায় 28 আল কাসাস, আয়াত 77:

"... আর তুমি সৎকর্ম কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি মঙ্গল করেছেন..."

অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক হল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য তাদের সাহায্য করা। মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা কামনা করা উচিত নয়, কারণ এটি একজনের পুরস্কার নষ্ট করে এবং আল্লাহ, মহান এবং মানুষের প্রতি স্পষ্ট অকৃতজ্ঞতা।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 2

জামে আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সতর্ক করেছেন যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না করে লোক দেখানোর মতো কাজ করে। , মহিমান্বিত, কেয়ামতের দিন তাদের পুরষ্কার লাভের জন্য বলা হবে তারা যাদের জন্য তারা কাজ করেছে যা বাস্তবে করা সম্ভব নয়।

এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত কাজের ভিত্তি, এমনকি ইসলাম নিজেই একজনের উদ্দেশ্য। এটা সেই জিনিস যার উপর মহান আল্লাহ মানুষের বিচার করেন। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

একজন মুসলিমকে নিশ্চিত করা উচিত যে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সমস্ত ধর্মীয় এবং দরকারী পার্থিব কর্ম সম্পাদন করে, যাতে তারা উভয় জগতেই তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করে। এই সঠিক মানসিকতার একটি চিহ্ন হল যে এই ব্যক্তিটি তাদের কাজের জন্য তাদের প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার আশা করে না বা চায় না। যদি কেউ এটি কামনা করে তবে এটি তাদের ভুল উদ্দেশ্য নির্দেশ করে।

উপরন্তু, সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করা দুঃখ এবং তিক্ততা প্রতিরোধ করে কারণ যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে সে অবশেষে অকৃতজ্ঞ লোকদের মুখোমুখি হবে যারা তাদের বিরক্ত এবং তিক্ত করে তুলবে, কারণ তারা মনে করে

যে তারা তাদের প্রচেষ্টা এবং সময় নষ্ট করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, এটি পিতামাতা এবং আত্মীয়দের মধ্যে দেখা যায় কারণ তারা প্রায়শই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তাদের সন্তানদের এবং আত্মীয়দের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু যিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন, তিনি অন্যদের প্রতি তাদের সমস্ত কর্তব্য যেমন তাদের সন্তানদের প্রতি পালন করবেন এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হলে কখনই তিক্ত বা ক্রোধান্বিত হবেন না। এই মনোভাব মানসিক প্রশান্তি এবং সাধারণ সুখের দিকে নিয়ে যায় কারণ তারা জানে যে মহান আল্লাহ তাদের সৎ কাজ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত এবং এর জন্য তাদের পুরস্কৃত করবেন। এইভাবে সমস্ত মুসলমানদের কাজ করতে হবে অন্যথায় বিচারের দিন তারা খালি হাতে পড়ে থাকতে পারে। অধ্যায় 18 আল কাহফ, আয়াত 110:

"...সুতরাং যে তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে - সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।"

নিয়ত ও আন্তরিকতা - ৩

সহীহ বুখারী, 3267 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে, যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার সময় নিজেদের উপদেশের বিরোধিতা করে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে।

শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উপদেশ দিয়ে নেককার পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, অনেকে জনপ্রিয়তা অর্জনের মতো অন্যান্য কারণে উপদেশ দিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, কিছু পণ্ডিত প্রায়শই সমাবেশ এবং অনুষ্ঠানের স্পটলাইটে থাকার চেষ্টা করেন এবং একদিকের আসনে সন্তুষ্ট হন না, কারণ তারা একটি কেন্দ্রীয় আসন চান। যখন তাদের উদ্দেশ্য এমন হল, তখন মহান আল্লাহ তাদের উপদেশের ইতিবাচক প্রভাব সরিয়ে দিলেন এবং এইভাবে তাদের এখন তাদের শ্রোতাদের উপর সামান্য ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এক কথা বলে অন্য কাজ না করে তাদের বাস্তব উদাহরণ দেখানো উচিত ছিল। এতে তাদের পরামর্শ অকার্যকর হয়ে পড়ে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 44:

"তোমরা কি লোকদের ন্যায়পরায়ণতার আদেশ কর এবং কিতাব পাঠ করতে গিয়ে নিজেদের ভুলে যাও? তাহলে কি তোমরা যুক্তি দেখাবে না?"

অন্যকে আদেশ করার আগে মুসলমানদের সর্বদা তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করা উচিত, কারণ এই পদ্ধতিতে আচরণ করা মহান আল্লাহ তায়ালা ঘৃণা করেন। অধ্যায় 61 আস সাফ, আয়াত 3:

"আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দের বিষয় হল, তুমি এমন কথা বল যা তুমি কর না।"

এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে উপদেশ দেওয়ার আগে একজনকে অবশ্যই নিখুঁত হতে হবে, কারণ এটি সম্ভব নয়। পরিবর্তে, তাদের উচিত তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করা এবং অন্যদের উপদেশ দেওয়ার আগে তাদের নিজের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করে তাদের কর্মের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করা। শুধুমাত্র এই মনোভাব থাকলেই তারা এই হাদীসে বর্ণিত শাস্তি থেকে বাঁচবে। এই নীতিতে কাজ করার ব্যর্থতার কারণে মুসলিমদের উপদেশ অকার্যকর হয়ে পড়েছে, যদিও উপদেষ্টার সংখ্যা কয়েক বছর ধরে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 4

সহীহ মুসলিম, 6833 নম্বরে পাওয়া একটি খোদায়ী হাদীসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) উপদেশ দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে তার ন্যূনতম দশ গুণ সওয়াব হবে।

ইসলামী শিক্ষা জুড়ে নেক আমল করার জন্য বিভিন্ন পরিমাণ সওয়াব ঘোষণা করা হয়েছে। কোন কোন শিক্ষা এই হাদীসের মত দশগুণ সওয়াবের পরামর্শ দেয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সাতশত গুণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এমন সওয়াব যা গণনা করা যায় না। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 261:

"যারা আল্লাহর পথে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ হল একটি বীজের মত যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়; প্রতিটি শীষে একশত দানা থাকে। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণ করে দেন..."

এই পরিবর্তিত পুরস্কার একজনের আন্তরিকতার উপর নির্ভরশীল। একজন ব্যক্তি যত বেশি আন্তরিক হবেন, তত বেশি পুরস্কৃত হবেন। অর্থ, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারা যত বেশি নেক আমল করবে, তত বেশি পুরস্কৃত হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যে ব্যক্তি কোন বৈধ পার্থিব নিয়ামত কামনা না করে শুধুমাত্র মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে, সে তার চেয়ে বেশি সওয়াব পাবে যে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাজ করে এবং একটি বৈধ পার্থিব নিয়ামত কামনা করে।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 5

সুনানে ইবনে মাজা, 3989 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সতর্ক করেছেন যে সামান্য প্রদর্শন করাও শিরক।

এটি একটি ছোট ধরনের শিরক যার কারণে কারো ঈমান নষ্ট হয় না। পরিবর্তে এটি সওয়াবের ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে, কারণ এই মুসলিমটি মানুষকে খুশি করার জন্য কাজ করেছিল যখন তাদের উচিত ছিল মহান আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করা। প্রকৃতপক্ষে, বিচার দিবসে এই লোকদের বলা হবে যে তারা তাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিদান চাও, যা সম্ভব হবে না। জামে আত তিরমিযী, ৩১৫৪ নং হাদিসে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

শয়তান যদি একজনকে সৎ কাজ করা থেকে বিরত রাখতে না পারে, তাহলে সে তাদের উদ্দেশ্যকে কলুষিত করার চেষ্টা করবে যার ফলে তাদের পুরস্কার নষ্ট হবে। যদি তিনি তাদের উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে কলুষিত করতে না পারেন তবে তিনি সূক্ষ্ম উপায়ে এটিকে কলুষিত করার চেষ্টা করেন। এর মধ্যে রয়েছে যখন লোকেরা সূক্ষ্মভাবে অন্যদের কাছে তাদের ধার্মিক কাজগুলি প্রদর্শন করে। কখনও কখনও এটি এতই সূক্ষ্ম হয় যে ব্যক্তি নিজেই তারা কী করছে সে সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন নয়। যেহেতু জ্ঞান অর্জন করা এবং তার উপর আমল করা সকলের জন্য কর্তব্য, সুনানে ইবনে মাজা, 224 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে, দাবী করা অজ্ঞতাকে বিচারের দিনে মহান আল্লাহ কবুল করবেন না।

সূক্ষ্মভাবে প্রদর্শন প্রায়ই সামাজিক মিডিয়া এবং একজনের বক্তব্যের মাধ্যমে ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মুসলিম অন্যদেরকে জানাতে পারে যে তারা রোজা রাখছে যদিও কেউ তাদের সরাসরি জিজ্ঞাসা করেনি যে তারা রোজা রাখছে কিনা। আরেকটি উদাহরণ হল যখন কেউ প্রকাশ্যে অন্যদের সামনে স্মৃতি থেকে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করে যাতে অন্যদের দেখায় যে তারা পবিত্র কোরআন মুখস্ত করেছে। এমনকি প্রকাশ্যে নিজের সমালোচনা করাকেও অন্যের কাছে নম্রতা দেখানো বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

উপসংহারে বলা যায়, সূক্ষ্মভাবে দেখানো একজন মুসলমানের পুরস্কার নষ্ট করে এবং তাদের সৎ কাজগুলোকে রক্ষা করার জন্য অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। এটি শুধুমাত্র ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং আমল করার মাধ্যমেই সম্ভব, যেমন একজনের কথা ও কাজ কিভাবে রক্ষা করা যায়।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 6

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলমানদের জন্য এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে কেন তারা মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, কারণ এই কারণটি মহান আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির কারণ হতে পারে বা কিছু ক্ষেত্রে এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। যখন কেউ মহান আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁর কাছ থেকে বৈধ পার্থিব জিনিস লাভের জন্য তারা তাঁর অবাধ্য হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে এ ধরনের ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি তাকে পরীক্ষা করা হয়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় [অবিশ্বাসে]। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

যখন তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করে, তখন পার্থিব আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য যখন তারা তাদের গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় বা কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা প্রায়ই ক্ষুব্ধ হয় যা তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই লোকেরা প্রায়শই মহান আল্লাহর আনুগত্য ও অবাধ্যতা করে, তারা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তা বাস্তবে মহান আল্লাহর প্রকৃত দাসত্বের বিরোধিতা করে।

যদিও, মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য, তবুও যদি কেউ এই মনোভাব ধরে রাখে তবে তারা এই আয়াতে উল্লেখিত মত হয়ে যেতে পারে। পরকালে নাজাত পেতে এবং জান্নাত লাভের জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা অনেক উত্তম। এই ব্যক্তি অসুবিধার সম্মুখীন হলে তাদের আচরণ পরিবর্তন করার সম্ভাবনা কম। কিন্তু সর্বোচ্চ এবং সর্বোত্তম কারণ হল মহান আল্লাহকে আনুগত্য করা, কারণ তিনিই তাদের প্রভু এবং বিশ্বজগতের প্রভু। এই মুসলমান, যদি আন্তরিক হয়, তবে সকল পরিস্থিতিতে অবিচল থাকবে এবং এই আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় আশীর্বাদ দেওয়া হবে যা প্রথম ধরণের ব্যক্তি যে পার্থিব নিয়ামত লাভ করবে তার চেয়ে বেশি।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলমানদের জন্য তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করা এবং প্রয়োজনে তা সংশোধন করা জরুরী যাতে এটি তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের উপর অটল থাকতে উৎসাহিত করে, তাঁর আদেশ পালন করে, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থেকে এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করে। , সব পরিস্থিতিতে।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 7

আমার একটি চিন্তা ছিল যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। আমি একটি প্রধান কারণ নিয়ে চিন্তা করছিলাম কেন যারা ভালো কাজ করে, যেমন অন্যদের জন্য উপহার কেনা, তারা এই কাজগুলো করে না এমন কিছু লোকের তুলনায় একই স্তরের সম্মান এবং ভালোবাসা পায় না। তাদের উদ্দেশ্যের ফলস্বরূপ এই ফলাফল ঘটে। এই লোকেরা যখন মানুষের প্রতি সৎ কাজ করে, যেমন অসুস্থদের দেখতে যাওয়া, তখন তারা তা করে মানুষের স্বার্থে অর্থাৎ তাদের খুশি করার জন্য অথবা তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে এই উদ্দেশ্যকে মিশ্রিত করে। প্রথমত, যে ব্যক্তি মানুষের জন্য কাজ করে, সে মহান আল্লাহর কাছ থেকে কোনো পুরস্কার পাবে না। তাদের বলা হবে বিচার দিবসে তারা যাদের জন্য কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে তাদের পুরস্কার লাভ করবে। জামি আত তিরমিযী, 3154 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে। যারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে তাদের উদ্দেশ্য মিশ্রিত করে তারা আংশিক সওয়াব পাবে নাকি আদৌ কিছুই পাবে না তা নিয়ে পণ্ডিতরা বিভক্ত। নিরাপদে থাকার জন্য একজন বিজ্ঞ মুসলমানের উচিত শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

অন্যদিকে, অন্যান্য ব্যক্তিরা যারা অন্যদের কাছ থেকে বেশি সম্মান ও ভালোবাসা লাভ করে তারা তা করে কারণ তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে। যখন তারা অন্যদের সাথে সদয় আচরণ করে তখন তারা মানুষের স্বার্থে তা করে না। তাদের আন্তরিকতার কারণে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের হৃদয়ে তাদের তুলনায় বেশি ভালবাসা ও সম্মান রাখেন যারা মানুষের প্রতি বেশি সদয় কাজ করে কিন্তু তাদের কাজে কম আন্তরিক।

সুতরাং মানুষ যদি মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান চায় এবং মানুষের কাছ থেকে সম্মান চায় তবে তাদের উচিত তাদের নিয়ত সংশোধন করা এবং শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সৎ কাজ করা। এই সঠিক নিয়তের একটি নিদর্শন এই যে, এই ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য রাখবে, যদিও তা মানুষকে অসন্তুষ্ট করে। অর্থ, তারা মানুষের মনোভাব এবং প্রতিক্রিয়ার দিকে মনোযোগ দেয় না।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - ৪

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। একজন সেলিব্রিটি কীভাবে নারীর অধিকারের পক্ষে দাঁড়াচ্ছেন সে সম্পর্কে এটি প্রতিবেদন করেছে। নিঃসন্দেহে, এটি একটি ভাল কারণ, কারণ কিছু মুসলিম এই শিক্ষার উপর আমল করতে ব্যর্থ হলেও ইসলাম দ্বারা নারীদের সম্মান করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যে বিষয়টি মাথায় এসেছিল তা হল যে অনেক লোক এসেছে এবং চলে গেছে যারা কোনও না কোনও কারণে দাঁড়িয়েছে, তা হোক তা নারীর অধিকার, মানবাধিকার, দরিদ্র বা অন্য কিছুর সাথে সম্পর্কিত, তবুও মাত্র একটি সামান্য শতাংশ এই মানুষ সমাজে একটি ইতিবাচক প্রভাব ছিল. সংখ্যাগরিষ্ঠ কোন ইতিবাচক প্রভাব ছিল না এবং পরিবর্তে ইতিহাসে ফুটনোট হয়ে ওঠে. এর অন্যতম কারণ আন্তরিকতার অভাব। ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে যে, যারা সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেছে, কোন ভ্রান্ত উদ্দেশ্য ছাড়াই সত্যিকার অর্থে সমাজের উপকার করার জন্য, তারা মুসলমান না হলেও সফলতা পেয়েছে। অন্যদের উপকার করা এমন কিছু যা মহান আল্লাহ ভালোবাসেন এবং তাই তিনি সেই সমস্ত লোকদের সফলতা দান করেন যারা এই লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে।

যারা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব অর্জন করতে পারেনি তাদের এই ভাল উদ্দেশ্যের অভাব ছিল কারণ তারা খ্যাতির মতো অন্য কিছু চেয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তাদের খারাপ উদ্দেশ্য বেশ স্পষ্ট, কারণ তাদের কথা এবং কাজগুলি একে অপরের সাথে স্পষ্টভাবে বিরোধিতা করে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ কেউ নারীর অধিকারের জন্য দাঁড়ানোর দাবি করে, তারপর আনন্দের সাথে বিজ্ঞাপন প্রচারে অংশ নেয় যা দেখায় যে নারীরা অলঙ্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি তাদের কর্মগুলি তাদের দাবিকে সমর্থন করে তবে তারা পরিবর্তে বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলিকে

শিখিয়ে দিত যে একজন মহিলার বুদ্ধিমত্তা, ভাল চরিত্র এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি তাদের বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে বিশ্বের কাছে প্রদর্শিত হওয়া উচিত।

এই লোকেদের মধ্যে যারা বিভিন্ন কারণে দাঁড়ানোর দাবি করে তারা রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাবের অবস্থানে রয়েছে এবং তারা এখনও অনেক সম্পদের অধিকারী, সমাজে তাদের ইতিবাচক প্রভাব ন্যূনতম এবং খুব স্বল্পস্থায়ী। অন্যদিকে, যারা হয়তো তেমন প্রভাবের অধিকারী ছিলেন না, তারা তাদের আন্তরিকতার মাধ্যমে লাখ লাখ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছেন। তারা শুধু সমাজের উপকার করতে চেয়েছিল; তারা আর কিছু চায়নি। তাদের আন্তরিকতার কারণে তাদের ইতিবাচক প্রভাব এবং স্মরণ তারা এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পরেও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, অথচ যাদের উদ্দেশ্য কলুষিত ছিল তারা বেঁচে থাকতেও দ্রুত ভুলে গিয়েছিল।

সুতরাং কেউ যদি বস্তুগত জগতে বা তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণভাবে বিশ্বাসের বিষয়ে সফল হতে চায়, তবে তাদের উচিত তাদের উদ্দেশ্য সংশোধন করার চেষ্টা করা। এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়েছেন যে, মহান আল্লাহ মানুষের বিচার করেন তাদের অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে। এটি সহীহ বুখারী, নং-১৩৬-এ প্রাপ্ত একটি হাদীসে নিশ্চিত করা হয়েছে।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 9

কিছুক্ষণ আগে একটি নিউজ আর্টিকেল পড়েছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি মানুষের বিভিন্ন জীবনের লক্ষ্য এবং লক্ষ্য এবং সেগুলি অর্জনের জন্য তারা কীভাবে কাজ করেছে সে সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে।

ইসলামের একটি মূল ধারণা বোঝা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যথা, মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস কামনা করতে দোষ নেই, তবে সেগুলি পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য এড়িয়ে চলাই উত্তম। কারণ এই ধরনের মুসলিমরা প্রায়শই শুধুমাত্র মহান আল্লাহর ইবাদত করে এবং মসজিদে বসবাস করে যখন তারা পার্থিব জিনিস কামনা করে। কিন্তু যদি তারা তাদের গ্রহণ না করে তবে তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং বিরক্ত হয়ে যায় যার কারণে তারা মহান আল্লাহর আনুগত্য করা বন্ধ করে দেয়। অথবা যদি তারা সেগুলি পায়, তবে তাদের আনন্দ প্রায়শই তাদেরকে মহান আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, কারণ তারা যা চেয়েছিল তা অর্জন করেছে এবং তাই আর মহান আল্লাহকে মানতে হবে না। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 83:

" যখন আমি মানুষকে আমাদের অনুগ্রহ দান করি, তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, অহংকার করে। কিন্তু যখন মন্দ স্পর্শ করা হয়, তখন তারা সমস্ত আশা হারিয়ে ফেলে।"

এই মুসলিমরা মহান আল্লাহকে উপাসনা করে, মানে, তারা আল্লাহর আনুগত্য করে, শুধুমাত্র তখনই যখন এটি তাদের ইচ্ছা অনুসারে হয়। আর এই মনোভাবের কারণে তারা বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কায় রয়েছে। অধ্যায় 22 আল হজ, আয়াত 11:

"এবং মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে কিনারায় আল্লাহর ইবাদত করে। যদি তিনি ভাল দ্বারা স্পর্শ করা হয়, তিনি এটি দ্বারা আশ্বস্ত হয়; কিন্তু যদি সে বিচারে আঘাত পায়, তবে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে দুনিয়া ও আখেরাত হারিয়েছে। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।"

এই মুসলিমরা দাবী করতে পারে যে তারা মহান আল্লাহর ইবাদত করছে, কিন্তু বাস্তবে তারা কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছা এবং তারা যে উপহার ও আশীর্বাদ পেয়েছে তার পূজা করছে।

জান্নাতের মতো ধর্মীয় আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর ইবাদত করা প্রশংসনীয়, যেমনটি ইসলামী শিক্ষা দ্বারা সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা অনেক শ্রেয়, কারণ তিনিই এর যোগ্য এবং সৃষ্টিকর্তা তাঁর বান্দা।

যদি একজন মুসলমানের অবশ্যই উপহার এবং আশীর্বাদ কামনা করতে হয়, তাহলে ধর্মীয় আশীর্বাদের লক্ষ্য করা সর্বোত্তম, কারণ পার্থিব আশীর্বাদের লক্ষ্য একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে পারে যাতে তারা দাতার পরিবর্তে উপহারের উপাসনা করে।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 10

আমি কিছুক্ষণ আগে একটি সংবাদ প্রতিবেদন দেখেছিলাম, যা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। এটি সৌদি আরবের একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার বিষয়ে রিপোর্ট করেছে যে সৌদি সরকার একটি সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছে। এটি ভিসা আবেদনগুলি সম্পূর্ণরূপে খোলার বিষয়ে বিবেচনা করছিল যাতে লোকেরা সারা বছর পবিত্র শহর মক্কা, যা ওমরা নামে পরিচিত, পরিদর্শন করতে পারে। বর্তমানে, উপলব্ধ ভিসা বছরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

যদিও, এটি একটি ভাল পরিকল্পনা এবং এটি চালানো উচিত, এই পরিকল্পনাটি বিবেচনা করার জন্য তাদের উদ্দেশ্য ছিল আশ্চর্যজনক। যেহেতু কয়েক বছর ধরে তেলের দাম কমছে এবং তেল শেষ পর্যন্ত ফুরিয়ে যাবে, তাই সৌদি সরকার তাদের ধনী থাকা নিশ্চিত করার জন্য সারা বিশ্বে অন্যান্য ব্যবসায়িক সুযোগগুলিতে বিনিয়োগ করে পদক্ষেপ নিচ্ছে। যদিও ইসলামে এটা নিষিদ্ধ নয় কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল তাদের সম্ভাব্যভাবে সারা বছর তীর্থযাত্রীদের মক্কায় যাতায়াতের অনুমতি দেওয়ার একমাত্র কারণ ছিল অধিক সম্পদ অর্জন। এই অভিপ্রায়, সংবাদ প্রতিবেদনটি খুব স্পষ্ট করে তুলেছে। এটা খুবই আশ্চর্যজনক ছিল কারণ মুসলিমদের জানা উচিত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খুব বিখ্যাত হাদিস, যা সহীহ বুখারি, 1 নম্বরে পাওয়া যায়। এটি পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তির কাজ তাদের উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়। যদি তাদের সিদ্ধান্তের পিছনে তাদের উদ্দেশ্য হয় শুধুমাত্র অধিক ধন-সম্পদ অর্জন করা তাহলে তারা মহান আল্লাহর কাছ থেকে কোন পুরস্কার পাবে না। একমাত্র জিনিস তারা লাভ করবে আরও সম্পদ, যা শেষ পর্যন্ত তাদের হাত থেকে পিছলে যাবে। কিন্তু তারা যদি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তীর্থযাত্রীদের সারা বছর মক্কায়

যাওয়ার অনুমতি দিতে চায়, অর্থাত্ আরও বেশি লোক মহান আল্লাহর ইবাদত করবে এবং অগণিত নেক আমল লাভ করবে, তাহলে তারা তাদের পরিকল্পনার জন্য পুরষ্কার পাবে। ইহকাল এবং পরকাল উভয়ই, সেইসাথে তারা যে সম্পদ চেয়েছিলেন তা অর্জন করেছেন।

এছাড়াও, সহীহ মুসলিমে পাওয়া একটি হাদিস, 4899 নম্বর, পরামর্শ দেয় যে যে ব্যক্তি কাউকে ভাল কিছুর জন্য আমন্ত্রণ জানায় সে সেই সৎকর্ম সম্পাদনকারীর সমান সওয়াব পায় যে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। এর অর্থ হল, সৌদি সরকার যদি তাদের পরিকল্পনার মাধ্যমে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার ইচ্ছা করত, তবে তারা প্রত্যেকে যে পুরষ্কার লাভ করত, যারা সফরের অর্থ, ওমরা পালন করেছিল, শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা তাদেরকে এই কাজটি করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সারা বছর ভিসা। কেউ কি কল্পনা করতে পারে যে তারা ঘরে বসে কত সওয়াব পাবে?

এই থেকে শেখার পাঠ সহজ. যখন কেউ পবিত্র কুরআন ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে মেনে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে, তখন তারা উভয় জগতেই বরকত লাভ করবে। কিন্তু তারা যদি দুনিয়ার স্বার্থে কাজ করে তাহলে দুনিয়া থেকে কিছু লাভ করলেও পরকালে কিছুই পাবে না। তাই কাজ করার আগে চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ একজন তাদের খারাপ উদ্দেশ্যের কারণে সম্ভাব্য একটি অগণিত পুরস্কার হারাতে পারে।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 11

সুনানে আবু দাউদ, 4681 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন বৈশিষ্ট্যের পরামর্শ দিয়েছেন যা একজন মুসলিমের বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করে।

প্রথমটি হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা। এর মধ্যে পার্থিব এবং ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রেই অন্যদের জন্য যা উত্তম তা কামনা করা অন্তর্ভুক্ত। এটি অবশ্যই একজনের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে দেখাতে হবে যার অর্থ, অন্যদের আর্থিক, মানসিক এবং শারীরিকভাবে নিজের উপায়ে সমর্থন করা। অন্যের প্রতি অনুগ্রহ গণনা করা শুধুমাত্র পুরস্কার বাতিল করে না বরং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাদের ভালবাসার অভাবকেও প্রমাণ করে, কারণ এই ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা এবং অন্যান্য ধরনের ক্ষতিপূরণ পেতে পছন্দ করে। অধ্যায় 2 আল বাকারা, আয়াত 264:

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের দাতব্যকে উপদেশ দিয়ে বা আঘাত দিয়ে বাতিল করো না..."

পার্থিব কারণে অন্যদের প্রতি যেকোনো ধরনের নেতিবাচক অনুভূতি, যেমন হিংসা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অন্যদের ভালোবাসার বিরোধিতা করে এবং এড়িয়ে চলতে হবে।

এই মহৎ গুণের মধ্যে রয়েছে অন্যদের জন্য ভালবাসা যা একজন নিজের জন্য পছন্দ করে শুধু কথার মাধ্যমে নয়। জামি আত তিরমিযী, 2515 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে এটি প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার একটি দিক।

পরিশেষে, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ তায়ালা মহিমান্বিত যা ভালবাসেন, যেমন পবিত্র কুরআন এবং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্যকে ভালবাসা। এই ভালবাসা কার্যত দেখাতে হবে নির্দেশনার এই দুটি উৎস শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে এবং নিজেকে আল্লাহর কাছে প্রিয় অন্যান্য জিনিসের সাথে সংযুক্ত করে, যেমন সৎ কাজ এবং মসজিদ।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ঘৃণা করা। এর অর্থ হল যে মহান আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন, যেমন তাঁর অবাধ্যতাকে অপছন্দ করা উচিত। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ, এর অর্থ এই নয় যে অন্যকে ঘৃণা করা উচিত, কারণ মানুষ মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। বরং একজন মুসলিমের উচিত সেই গুনাহকে অপছন্দ করা যা তাদের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তারা তা পরিহার করে এবং অন্যকেও এর বিরুদ্ধে সতর্ক করে। মুসলমানদের উচিত অন্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিবর্তে উপদেশ দেওয়া, কারণ এই সদয় আচরণ তাদের আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হতে পারে। এর মধ্যে নিজের অনুভূতির উপর ভিত্তি করে কিছু অপছন্দ না করা, যেমন একটি কাজ, যা বৈধ। পরিশেষে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একজনের অপছন্দের প্রমাণ এই যে, তারা যখন তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের অপছন্দ প্রকাশ করে তখন তা কখনই ইসলামের শিক্ষার পরিপন্থী হবে না। অর্থ, কোন কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের কখনই কোন গুনাহের কারণ হবে না,

কারণ এটি প্রমাণ করবে যে কোন কিছুর প্রতি তাদের অপছন্দ তাদের নিজেদের স্বার্থে।

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করা। এটি প্রতিটি আশীর্বাদকে বোঝায় যা একজন অন্যকে দিতে পারে, যেমন শারীরিক এবং মানসিক সমর্থন, শুধু সম্পদ নয়। যখন কেউ দান করবে, তখন তারা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তা করবে যার অর্থ, মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার বিষয়ে, যেমন আন্তরিক উপদেশ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে, এটি অন্যদের প্রতি আন্তরিক হওয়ার একটি দিক যা সুনানে আন নাসাই, 4204 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে কারও অনুগ্রহ গণনা না করে অন্যদের সাথে এই দোয়াগুলি প্রদান করা এবং ভাগ করা অন্তর্ভুক্ত, কারণ এটি প্রমাণ করে যে তারা এই বরকতগুলি দান করার জন্য দিয়েছেন। অন্যদের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ। অধ্যায় 76 আল ইনসান, আয়াত 9:

"[বলেছি, "আমরা তোমাদের খাওয়াই শুধুমাত্র আল্লাহর মুখ [অর্থাৎ সন্তুষ্টির জন্য]। আমরা তোমাদের কাছে পুরস্কার বা কৃতজ্ঞতা চাই না।"

আলোচ্য প্রধান হাদীসে উল্লেখিত চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিরত থাকা। এর মধ্যে রয়েছে একজনের কাছে থাকা নিয়ামত যেমন ধন-সম্পদ, মহান আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় বিষয়গুলিতে অন্যদের থেকে আটকে রাখা। কে তাদের কাছ থেকে কিছু চাইছে এই মুসলমান তা পর্যবেক্ষণ করবে না বরং তারা অনুরোধের পিছনে কারণটি মূল্যায়ন করবে। যদি কারণটি ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে তারা আশীর্বাদ বন্ধ করে দেবে এবং কার্যকলাপে অংশ নেবে না। অধ্যায় 5 আল মায়িদাহ, আয়াত 2:

"...এবং ধার্মিকতা ও তাকওয়ায় সহযোগিতা কর, কিন্তু পাপ ও আগ্রাসনে সহযোগিতা করো না..."

এর মধ্যে রয়েছে গীবত করা বা ক্রোধ প্রকাশের মতো মহান আল্লাহ তায়ালার পছন্দনীয় নয় এমন বিষয়ে কথাবার্তা ও কাজ বন্ধ রাখা। এই মুসলিম তাদের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কথা বলবে না এবং কাজ করবে না এবং শুধুমাত্র এমন পরিস্থিতিতে অগ্রসর হবে যখন এটি মহান আল্লাহকে খুশি করবে, অন্যথায়, তারা অগ্রগামী হওয়া থেকে বিরত থাকবে এবং বিরত থাকবে।

উপসংহারে, এই বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করা বিশ্বাসের পরিপূর্ণতার দিকে পরিচালিত করে, কারণ এগুলি একজনের আবেগের উপর ভিত্তি করে এবং তাই নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন। এই নিয়ন্ত্রণ সর্বোত্তমভাবে অর্জন করা হয় যখন কেউ বিশ্বাসের নিশ্চিততা অর্জন করে। এটা অর্জিত হয় যখন কেউ ইসলামী জ্ঞান শিখে এবং তার উপর আমল করে। বিশ্বাসের নিশ্চিততা একজন ব্যক্তির উদ্দেশ্য, ফোকাস এবং কর্মকে সর্বদা মহান আল্লাহর দিকে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। এটি মূল হাদীসে বর্ণিত চারটি দিককে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করবে। উপরন্তু, যে ব্যক্তি তাদের নিয়ন্ত্রণে ধন্য হবে সে ইসলামের অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা সহজ মনে করবে। এই দায়িত্বগুলির মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর আদেশ পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুসারে ধৈর্যের সাথে ভাগ্যের মোকাবিলা করা। এটি নিশ্চিত করবে যে তারা যে আশীর্বাদগুলি প্রদত্ত হয়েছে তা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে ব্যবহার করবে। এটি উভয় জগতে শান্তি এবং সাফল্যের চাবিকাঠি। অধ্যায় 16 আন নাহল, আয়াত 97:

"যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে মুমিন থাকা অবস্থায়, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেব [পরকালে] তারা যা করত তার সর্বোত্তম প্রতিদান।"

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 12

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। মুসলিমদেরকে প্রায়ই সঠিকভাবে ইসলামিক জ্ঞান অর্জন এবং তার উপর কাজ করার গুরুত্ব সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়। এবং যে জ্ঞানের উপর আমল করা হয় না, তার এই দুনিয়া বা পরকালের কোন উপকার হয় না। এই বিষয়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝা দরকার। যদি কেউ সঠিকভাবে পরিচালিত হতে চায়, যাতে তারা উভয় জগতে মানসিক শান্তি এবং সাফল্য লাভ করে, তবে তাকে অবশ্যই আন্তরিক মনোভাব অবলম্বন করতে হবে। অর্থ, একমাত্র তিনিই ইসলামী শিক্ষা দ্বারা সঠিকভাবে পরিচালিত হবেন যিনি এই জ্ঞানে আসেন যে কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং আমল করতে হবে এবং কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে তা বেছে না নিয়ে তাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা অনুসারে এটিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ ও তার উপর আমল করার অভিপ্রায় নিয়ে। উপেক্ষা, তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী. একজনকে অবশ্যই সমস্ত শিক্ষাকে জমা দিতে হবে, গ্রহণ করতে হবে এবং কাজ করতে হবে, তা তাদের ইচ্ছার সাথে কতটা বিরোধিতা করুক না কেন, তার সর্বোত্তম ক্ষমতায়। সত্য হল পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য থেকে সর্বদা শিক্ষা থাকবে, যা একজন ব্যক্তির উপর অনেক বেশি ওজন করবে, কারণ এটি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং মনোভাবের বিপরীত। এর কারণ হল প্রত্যেকেরই একটি অভ্যন্তরীণ শয়তান রয়েছে যা বিরোধিতা করা অপছন্দ করে। কেবলমাত্র যখন কেউ আন্তরিকভাবে এই শিক্ষাগুলিকে আনুগত্য করার চেষ্টা করে, যে শিক্ষাগুলি তাদের ইচ্ছার বিপরীত, তারা সঠিক দিকনির্দেশনা পাবে। চেরি বাছাই করা যা অনুসরণ করতে হবে বা উপেক্ষা করতে হবে তা অতীতের জাতিগুলির বিভ্রান্তির কারণ এবং এটি একজন মুসলিমকে উভয় জগতে শান্তি ও সাফল্য পেতে বাধা দেবে। মানুষ যেমন তেতো ঔষধ গ্রহণ করে, অপছন্দ করা সত্ত্বেও, এটি তাদের জন্য ভাল জেনেও, একজনকে অবশ্যই ইসলামের সমস্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের ইচ্ছার পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও এটি তাদের জন্য সর্বোত্তম জেনে মেনে চলতে হবে। মহান আল্লাহ পূর্ণতা আশা করেন না বা

চান না, তবে শান্তি ও সাফল্য পাওয়া যাবে না যতক্ষণ না কেউ আন্তরিকতার সাথে ইসলামের শিক্ষার কাছে না আসে এবং তা যত কঠিনই হোক না কেন, তার সামর্থ্য অনুযায়ী মেনে নেওয়া এবং তার উপর আমল করার ইচ্ছা পোষণ করে। করতে। অধ্যায় 17 আল ইসরা, আয়াত 82:

"এবং আমি কুরআন থেকে এমন কিছু নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু বাড়ায় না।"

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 13

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। যদিও নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে আধ্যাত্মিক ব্যায়াম করা প্রশংসনীয়, তবুও একজন মুসলমানের জন্য আধ্যাত্মিক ব্যায়ামে নিজেকে নিমগ্ন করা এড়িয়ে চলা গুরুত্বপূর্ণ যা মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যে উপদেশ দেওয়া হয়নি। , শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক এবং পার্থিব জিনিস পাওয়ার জন্য যা করা হয় তা পরিহার করুন। এটা মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর সাহাবীগণের আচরণ ছিল না। এইভাবে আচরণ করা একজনকে আল্লাহর ভান্ডারের সাথে এমন আচরণ করতে উত্সাহিত করে, যেমন একটি দোকান যেখানে কেউ কিছু আধ্যাত্মিক অনুশীলনের বিনিময়ে মহান আল্লাহর কাছ থেকে পার্থিব জিনিস ক্রয় করে। এটি গ্রহণ করা একটি অত্যন্ত অসম্মানজনক এবং নির্দোষ মনোভাব, কারণ পবিত্র কুরআন এবং পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি এমন ক্রেডিট কার্ড নয় যা পার্থিব জিনিস কেনার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন একটি শিশু বা একটি ভিসা পরিবর্তে একজনকে অবশ্যই তাদের অবস্থান জানতে হবে এবং মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হিসাবে আচরণ করতে হবে এবং তাঁর ঐশ্বরিক দরবারে গ্রাহক হিসাবে কাজ করবেন না। তিনি তাদের প্রদত্ত আশীর্বাদগুলিকে তাকে খুশি করার উপায়ে ব্যবহার করে তাদের আন্তরিকভাবে তাঁর আনুগত্য করা উচিত।

পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐতিহ্য দ্বারা সমর্থিত উপায়ে মহান আল্লাহর কাছে হালাল পার্থিব জিনিস চাওয়ার অনুমতি রয়েছে, তবে অন্য উপায়গুলি এড়িয়ে চলতে হবে, কারণ এটি অপব্যবহারের দিকে পরিচালিত করে। হেদায়েতের দুটি উৎস এবং মহান আল্লাহর প্রতি গ্রাহকের মনোভাব গ্রহণ করা। পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য এবং মহানবী

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ঐতিহ্যগুলি হল মানবজাতিকে কীভাবে বাঁচতে হবে এবং তাদের পার্থিব আশীর্বাদগুলিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে তা নির্দেশ করা যাতে তারা উভয় জগতেই মানসিক শান্তি পায়। যখন কেউ এই উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে এবং এর পরিবর্তে মহান আল্লাহর কাছ থেকে পার্থিব জিনিস কেনার জন্য ক্রেডিট কার্ড হিসাবে ব্যবহার করে, তখন এটি কেবল তাদের শান্তি এবং সঠিক দিকনির্দেশনা থেকে আরও দূরে নিয়ে যাবে এবং এমন শিল্পীদের হাতে নিয়ে যাবে যারা দাবি করে যে তারা অন্যদের পার্থিব জিনিস পেতে সাহায্য করতে পারে। আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে। এই প্রাথমিক ফাংশনটিকে উপেক্ষা করা ততটাই লক্ষ্যহীন যে কেউ যে অনেক বৈশিষ্ট্য সহ একটি গাড়ি কেনে, যেমন এয়ার কন্ডিশনার, তবুও গাড়িটি চালানো যাবে না কারণ এটি একটি ইঞ্জিন হারিয়েছে।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 14

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। বেশিরভাগ মুসলমানই ভালো উদ্দেশ্য থাকার গুরুত্ব বোঝেন, কারণ এটি ইসলামের ভিত্তি। মহান আল্লাহ মানুষের কর্মের বিচার করেন তাদের নিয়তের উপর ভিত্তি করে। এটি সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, নম্বর 1। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রায়ই মুসলমানরা উপেক্ষা করে। একটি ভাল উদ্দেশ্য থাকা, বিশেষ করে অন্যদের প্রতি, যথেষ্ট ভাল নয়, কারণ একটি ভাল উদ্দেশ্যকে অবশ্যই ভাল কাজের দ্বারা সমর্থন করা উচিত, অন্যথায় একজনের ভাল উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, গরীবদের দেওয়ার জন্য কেউ ধনীদের কাছ থেকে চুরি করতে পারে না। এমনকি যদি তাদের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অভাবীকে সাহায্য করা হয়, তবে তাদের কাজটি গ্রহণ করা হবে না, কারণ ইসলামে এই কাজটি হারাম।

দুর্ভাগ্যবশত, অন্যান্য লোকেদের সাথে আচরণ করার সময়, মুসলমানরা প্রায়শই এই সত্যটিকে উপেক্ষা করে। তারা প্রায়শই তাদের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা না করে এবং যে ক্রিয়াগুলি তারা পরামর্শ দিচ্ছেন সেই ব্যক্তির সর্বোত্তম স্বার্থে নয় এমন বাস্তবতা না বুঝেই তারা অন্যদেরকে কিছু বৈধ কাজের প্রতি পরামর্শ দেয়। কিছু কাজের প্রতি পরামর্শ দেওয়ার আগে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিবেচনায় নেওয়ার পরিবর্তে, এই লোকেরা প্রায়শই অন্যদের প্রতি তাদের ভাল উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে এবং বিবেচনা না করেই এগিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, একজন পিতামাতা তাদের সন্তানকে তাদের আত্মীয় বা পারিবারিক বন্ধুকে বিয়ে করতে উত্সাহিত করতে পারেন, শুধুমাত্র দুটি পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের কারণে, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি বিবেচনায় না নিয়ে, যেমন সেই ব্যক্তি তাদের সন্তানের জন্য উপযুক্ত জীবনসঙ্গী করবে কিনা। . পিতামাতা কেবল তাদের

সন্তানের প্রতি তাদের ভাল উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে, যা বাস্তবে ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের সন্তানের প্রতি আন্তরিকতার সাথে আচরণ করতে বাধা দেয়। কেউ সন্দেহ করে না যে পিতামাতা চান তাদের সন্তানের একটি সফল এবং সুখী দাম্পত্য জীবন হোক কিন্তু ইসলামের শিক্ষা অনুসারে এই ভাল উদ্দেশ্য যথেষ্ট নয়। অভিভাবককে অবশ্যই অন্যান্য বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে, যেমন তাদের সন্তানের জন্য উপযুক্ততা, তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আগে।

আরেকটি উদাহরণ হল, যখন কেউ ইসলামিক জ্ঞান শেখার এবং কাজ করার চেষ্টা করে এবং তাদের আত্মীয়দের দ্বারা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। প্রতিটি আত্মীয়ের তাদের প্রতি একটি ভাল উদ্দেশ্য রয়েছে তবুও এটি তাদের প্রতারিত করে এবং ব্যক্তিটি যা করছে তা ভাল এবং উপকারী তা পর্যবেক্ষণ করতে বাধা দেয়। শুধুমাত্র তাদের আত্মীয়ের প্রতি তাদের ভাল উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে এবং পরিস্থিতি সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হলে, তারা তাদের ভাল থেকে বাধা দেয়।

একটি ভাল উদ্দেশ্য কেবল যথেষ্ট ভাল নয়, একজনকে অবশ্যই ভাল এবং চিন্তাভাবনামূলক কর্মের মাধ্যমে তাদের ভাল উদ্দেশ্যকে সমর্থন করতে হবে। এটি একটি কারণ যে লোকেরা বলেছে যে জাহান্নামের পথটি ভাল উদ্দেশ্যের সাথে প্রশস্ত করা হয়েছে, কারণ লোকেরা নিজের এবং অন্যদের বিষয়ে বিচারে ভুল করে এবং একটি সফল ফলাফলের জন্য শুধুমাত্র একটি ভাল উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। এই আচরণের মূল হল অজ্ঞতা। ইসলামিক জ্ঞান শিখে এবং আমল করার মাধ্যমে একজনকে অবশ্যই এই মনোভাব পরিহার করতে হবে যাতে তারা একটি ভাল উদ্দেশ্য গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করে যা ভাল, আন্তরিক এবং সুচিন্তিত কর্ম দ্বারা সমর্থিত হয়।

উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতা - 15

আমার একটি চিন্তা ছিল, যা আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলাম। সত্য হল যে মিথ্যা দেবতার প্রতিটি উপাসক কেবল তাদের নিজস্ব ইচ্ছার পূজা করে। তাদের দেবতারা তাদের আকাঙ্ক্ষার একটি শারীরিক প্রকাশ মাত্র যা তারা পূজা করে। এটা স্পষ্ট যে একজন ব্যক্তি যে মূর্তির আকারে একটি দেবতার পূজা করে সে জানে যে নিষ্প্রাণ মূর্তি তাদের জীবনকে নির্দিষ্টভাবে বাঁচতে নির্দেশ দিতে পারে না তাই উপাসক নিজেই সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা কীভাবে তাদের নিষ্প্রাণ মূর্তিটি তাদের জীবনযাপন করতে চায় তা কল্পনা করে। এবং এই আচরণবিধি তাদের নিজস্ব ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তাদের কামনা বাসনার উপাসনাই তাদের ইবাদতের মূল। প্রভাবশালী এবং ধনী ব্যক্তিরা এই মানসিকতায় আরও নিমজ্জিত হয় কারণ তারা সচেতন যে সত্য অর্থ ইসলাম গ্রহণ করা তাদের একটি নির্দিষ্ট আচরণবিধি অনুসারে জীবনযাপন করতে বাধ্য করবে যা তাদের বিপথগামী ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে বাধা দেবে। তারা অন্যদের তাদের অনুসরণ করার পরামর্শ দেয় কারণ তারা তাদের প্রভাব ও কর্তৃত্ব হারাতে চায় না। এ কারণেই ইতিহাসে দেখা যায় তারাই সর্বপ্রথম মহানবী (সা.)-কে প্রত্যাখ্যান ও বিরোধিতা করেছিল। সুস্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলাম সঠিক বা ভুল ধর্ম হওয়ার সাথে এই মনোভাবের কোন সম্পর্ক নেই, এটি কেবল নিজের ইচ্ছা পূরণের বিষয়ে।

সত্যবাদিতা - ১

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে, মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যবাদিতা এবং মিথ্যা পরিহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রথম অংশটি পরামর্শ দেয় যে সত্যবাদিতা ধার্মিকতার দিকে নিয়ে যায় যা পরিণামে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সত্যবাদিতার উপর অটল থাকে তখন তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।

এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ, যে সত্যবাদিতা তিনটি স্তর হিসাবে। প্রথমটি হল যখন কেউ তাদের উদ্দেশ্য এবং আন্তরিকতায় সত্যবাদী হয়। অর্থ, তারা শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং খ্যাতির মতো ভ্রান্ত উদ্দেশ্যের জন্য অন্যদের উপকার করে না। প্রকৃতপক্ষে এটিই ইসলামের ভিত্তি কারণ প্রতিটি কাজ তার নিয়তের উপর বিচার করা হয়। এটি সহীহ বুখারীতে পাওয়া একটি হাদিসে নিশ্চিত করা হয়েছে, নম্বর 1। একজনের আন্তরিকতার প্রমাণ হল যখন তারা অন্যের কৃতজ্ঞতা কামনা করে না বা আশা করে না।

পরবর্তী স্তর হল যখন কেউ তাদের কথার মাধ্যমে সত্যবাদী হয়। বাস্তবে এর অর্থ হল তারা শুধু মিথ্যা নয় সব ধরনের মৌখিক পাপ এড়িয়ে চলে। যে অন্য মৌখিক পাপে লিপ্ত হয় সে প্রকৃত সত্যবাদী হতে পারে না। এটি অর্জনের একটি চমৎকার উপায় হল জামি আত তিরমিযী, 2317 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসের উপর আমল করা, যা পরামর্শ দেয় যে একজন ব্যক্তি কেবল তখনই তার ইসলামকে উত্তম করতে পারে যখন সে তাদের উদ্বেগহীন বিষয়গুলিতে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকে। অধিকাংশ মৌখিক পাপ সংঘটিত হয় কারণ একজন মুসলিম এমন কিছু আলোচনা করে যা তাদের উদ্বেগজনক নয়। এর মধ্যে অসার কথাবার্তা এড়ানোও অন্তর্ভুক্ত, কারণ এটি প্রায়শই পাপপূর্ণ কথাবার্তার

দিকে নিয়ে যায় এবং এটি একজনের মূল্যবান সময়ের অপচয়, যা বিচারের দিনে তাদের জন্য আফসোস হবে। কেউ কেবল ভাল কিছু বলে বা নীরব থাকার মাধ্যমে সত্যতার এই স্তরটি গ্রহণ করতে পারে।

চূড়ান্ত পর্যায় হল কর্মে সত্যবাদিতা। মহান আল্লাহ তায়ালার আন্তরিক আনুগত্যের মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নিষেধ থেকে বিরত থাকার এবং মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী ভাগ্যের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার মাধ্যমে, উল্লাস বাছাই বা অপব্যাখ্যা না করে এটি অর্জন করা হয়। ইসলামের শিক্ষা যা একজনের ইচ্ছা অনুসারে। তাদের অবশ্যই সকল কর্মে মহান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শ্রেণিবিন্যাস এবং অগ্রাধিকারের ক্রম মেনে চলতে হবে। যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে আচরণ করবে সে মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উপায়ে তাদের দেওয়া প্রতিটি আশীর্বাদ ব্যবহার করবে।

আলোচ্য প্রধান হাদিস অনুসারে সত্যবাদিতার এই স্তরগুলোর বিপরীতের পরিণাম হল, এটি অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যায়, যার ফলস্বরূপ জাহান্নামের আগুন। কেউ এই মনোভাব ধরে রাখলে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে মহা মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হবেন। ইতিপূর্বে আলোচিত তিনটি স্তর অনুসারে, নিজের নিয়তে মিথ্যা বলার অর্থ আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম হওয়া এবং মানুষের জন্য ভাল কাজ করা। কথাবার্তায় মিথ্যা বলা সব ধরনের পাপপূর্ণ কথাবার্তার অন্তর্ভুক্ত। কাজকর্মে মিথ্যা বলা হল পাপের উপর অবিচল থাকা, যার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ, মহান এবং মানুষের অধিকার লঙঘন করা। যে ব্যক্তি মিথ্যার এই সমস্ত স্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে সে একজন মহান মিথ্যাবাদী এবং বিচার দিবসে সেই ব্যক্তির কী হবে তা নির্ধারণ করতে কোনও পণ্ডিতের প্রয়োজন হয় না, যিনি মহান আল্লাহর কাছে মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছেন।

সত্যবাদিতা - 2

সহীহ বুখারী, 2749 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন যে মিথ্যা বলা মুনাফিকির একটি দিক। মিথ্যা বলা অগ্রহণযোগ্য যে এটি একটি ছোট মিথ্যা, যাকে প্রায়শই একটি সাদা মিথ্যা বলা হয়, বা যখন কেউ একটি রসিকতা হিসাবে মিথ্যা বলে। এই সব ধরনের মিথ্যা বলা হারাম। প্রকৃতপক্ষে, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তাই তাদের উদ্দেশ্য কাউকে ধোঁকা দেওয়া নয়, জামি আত তিরমিযী, 2315 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে তিনবার অভিশাপ দেওয়া হয়েছে।

আরেকটি জনপ্রিয় মিথ্যা যা লোকেরা প্রায়শই বলে যে এটি একটি পাপ নয় তা হল যখন তারা শিশুদের সাথে মিথ্যা বলে। এটি নিঃসন্দেহে একটি গুনাহ যেমন সুনানে আবু দাউদ, নং 4991 এ পাওয়া যায়। বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলা পরিষ্কার মূর্খতা কারণ তারা এই পাপপূর্ণ অভ্যাসটি শুধুমাত্র বড়দের কাছ থেকে গ্রহণ করবে যে তাদের সাথে মিথ্যা বলে। এইভাবে আচরণ করা দেখায় যে শিশুদের মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য যখন এটি ইসলামের শিক্ষা অনুসারে গ্রহণযোগ্য নয়। শুধুমাত্র খুব বিরল এবং চরম ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা গ্রহণযোগ্য, উদাহরণস্বরূপ, একটি নিরপরাধ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করার জন্য মিথ্যা বলা।

জামে আত তিরমিযী, 1971 নম্বরে পাওয়া একটি হাদিস অনুসারে মিথ্যা বলা এড়িয়ে চলা জরুরী, এটি অন্যান্য গুনাহের দিকে নিয়ে যায়, যেমন গীবত করা এবং লোকেদের উপহাস করা। এই আচরণ একজনকে জাহান্নামের দরজার দিকে নিয়ে যায়। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকে তখন মহান আল্লাহ তাকে মহান

মিথ্যাবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন। কেয়ামতের দিন একজন ব্যক্তির কী ঘটবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করতে একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন নেই, যাকে মহান আল্লাহ মহান মিথ্যাবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

সমস্ত মুসলমান ফেরেশতাদের সঙ্গ কামনা করে। তবুও, যখন একজন ব্যক্তি মিথ্যা বলে তখন তারা তাদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, মিথ্যাবাদীর মুখ থেকে বাদ দেওয়া দুর্গন্ধ ফেরেশতাদের তাদের থেকে এক মাইল দূরে সরিয়ে দেয়। জামে আত তিরমিযী, 1972 নম্বরে পাওয়া একটি হাদীসে এটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি মিথ্যা বলতে অবিরত থাকে সে দেখতে পাবে যে এটি তাদের উদ্দেশ্যের অর্থকে সংক্রামিত করে, তারা মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ভাল কাজ করা শুরু করে। এতে উভয় জগতে পুরস্কারের ক্ষতি হয়। উপরন্তু, এটি তাদের ক্রিয়াকলাপকেও কলুষিত করবে, কারণ যখন একজনের জিহ্বা মিথ্যা কথায় আসক্ত হয় তখন শারীরিক পাপ করা সহজ হয়ে যায়।

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য এবং শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর শেষ রাসূল, মুহাম্মদ, তাঁর সম্ভ্রান্ত পরিবার ও সাহাবীদের উপর।

ভাল চরিত্রের উপর 400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক

400 টিরও বেশি বিনামূল্যের ইবুক: https://shaykhpod.com/books/
ইবুক/ অডিওবুকগুলির জন্য ব্যাকআপ সাইট : https://archive.org/details/@shaykhpod

শায়খপড ইবুকগুলির সরাসরি পিডিএফ লিঙ্ক: https://spebooks1.files.wordpress.com/2024/05/shaykhpod-books-direct-pdf-links-v2.pdf

https://archive.org/download/shaykh-pod-books-direct-pdf-links/ShaykhPod%20Books%20Direct%20PDF%20Links%20V2.pdf

অন্যান্য ShaykhPod মিডিয়া

অডিওবুক : https://shaykhpod.com/books/#audio
দৈনিক ব্লগ: https://shaykhpod.com/blogs/
ছবি: https://shaykhpod.com/pics/
সাধারণ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/general-podcasts/
PodWoman: https://shaykhpod.com/podwoman/
PodKid: https://shaykhpod.com/podkid /
উর্দু পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/urdu-podcasts/
লাইভ পডকাস্ট: https://shaykhpod.com/live/

দৈনিক ব্লগ, ইবুক, ছবি এবং পডকাস্টের জন্য বেনামে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল অনুসরণ করুন: https://whatsapp.com/channel/0029VaDDhdwJ93wYa8dgJY1t

ইমেলের মাধ্যমে দৈনিক ব্লগ এবং আপডেট পেতে সদস্যতা নিন: http://shaykhpod.com/subscribe